গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বিষয় : ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্প/স্কিমসমূহের জুন ২০২৪ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : এ কে এম শামিমুল হক ছিদ্দিকী
সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ : ২৮ জুলাই, ২০২৪ খ্রি.।
সভার সময় : সকাল ১১.০০ টা।
স্থান : সভাকক্ষ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক তে প্রদর্শিত।

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর সভাপতি সভার কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য উপসচিব (উন্নয়ন)-কে অনুরোধ জানান। উপসচিব (উন্নয়ন) নিম্নরূপ আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচি-০১: গত সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও নিশ্চিতকরণ

গত ২৬-০৬-২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত মে, ২০২৪ মাসের মাসিক উন্নয়ন পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী পাঠ করা হয়। কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হয়।

আলোচ্যসূচি- ০২: গত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
১	তিন পার্বত্য জেলায় ড্রাই ফ্রুট ও সবজি প্রক্রিয়াকরণ	"ড্রাই ফুড" পদ্ধতিতে ফলমূল এবং সবজি প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যে কৃষকদল গঠন এবং একটি নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক তাদের মাঝে ড্রাইয়ার মেশিন বিতরণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান সভাকে জানান, স্কিমের আওতায় উন্নয়ন বোর্ড হতে ড্রাই ফ্রুট প্রক্রিয়াকরণের জন্য ড্রাইয়ার মেশিন ক্রয় করা হবে এবং কমিউনিটিভিত্তিক সমবায় সমিতির মাধ্যমে তা বিতরণ করা হবে। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ হতে জানানো হয় যে, ড্রাইফ্রুট ও সবজি প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। সভাপতি বলেন, এক্ষেত্রে বেসরকারি খাতকেও উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে।	"ড্রাই ফ্রুট" পদ্ধতিতে ফলমূল এবং সবজি প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যে কৃষকদল গঠন এবং একটি নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক কৃষকদের মাঝে ড্রাইয়ার মেশিন বিতরণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব আগামী ২০/০৮/২০২৪ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। এছাড়া এ ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও রাঙ্গামাটি/ বান্দরবান/ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
২	০৪টি আবাসিক বিদ্যালয় পরিচালনা সংক্রান্ত	আবাসিক বিদ্যালয়সমূহের সরকারিকরণের বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগের বিষয়ে উপসচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান, ৪টি আবাসিক বিদ্যালয় সরকারিকরণের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। সভায় বিষয়টি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় উপস্থাপনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং স্থায়ী কমিটির সুপারিশ গ্রহণের বিষয়ে সকলে একমত পোষণ করেন। এছাড়া আবাসিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ০১ (এক) বছর মেয়াদী একটি স্কিম গ্রহণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	১) আবাসিক বিদ্যালয়সমূহের সরকারিকরণের বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। এছাড়া বিষয়টি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সুপারিশ গ্রহণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২) আবাসিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ০১ (এক) বছর মেয়াদী একটি স্কিম গ্রহণ করতে হবে।	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড/ উপসচিব (পরিকল্পনা-২)/উপসচিব (পরিষদ-২) ও কাউন্সিল অফিসার, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

আলোচ্যসূচি-০৩: চলতি অর্থবছরে গৃহীত প্রকল্প/স্কিমসমূহের জুন, ২০২৪ পর্যন্ত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
১	প্রকল্পসমূহের সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি	উপসচিব (উন্নয়ন) সভাকে অবহিত করেন যে, চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আরএডিপি-তে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ৭৩৪.৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে । উক্ত বরাদ্দের মধ্যে ১৬টি অনুমোদিত প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ২৪৪.৬৪ কোটি টাকা (জিওবি-২০৯.৯৮ কোটি এবং পিএ-৩৪.৬৬ কোটি) এবং ৩টি উন্নয়ন সহায়তার অনুকূলে ৪৯০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। ৩০ জুন ২০২৪ মাস পর্যন্ত এডিপিভুক্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৯২.৯৫%। তিনি আরও জানান, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের এডিপি-তে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ৯২৪.৮৩ কোটি টাকা (জিওবি-৭১৮.১৮ কোটি, পিএ-২০৬.৬৫ কোটি) বরাদ্দ রয়েছে। প্রকল্প/স্কিম পরিচালকগণ জানান যে, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে নির্ধারিত মেয়াদে ০৪টি প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত করা হয়েছে। সভাপতি ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে এডিপি-তে প্রাপ্ত বরাদ্দের শতভাগ ব্যবহার এবং কাজের গুণগতমান বজায় রেখে প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে নির্দেশনা প্রদান করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান জানান, খাগড়াছড়ি মাস্টার ড্রেইন পৌরসভার নিকট হস্তান্তরের বিষয়ে লিখিত চুক্তি রয়েছে এবং আগামী সপ্তাহে তা পৌরসভার নিকট হস্তান্তর করা হবে। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রত্যন্ত এলাকায় সংযোগ	১) ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে এডিপি-তে প্রাপ্ত বরাদ্দের শতভাগ ব্যবহার এবং কাজের গুণগতমান বজায় রেখে প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। ২) চুক্তি অনুযায়ী খাগড়াছড়ি মাস্টার ড্রেইন আগামী ১০/০৮/২০২৪ তারিখের মধ্যে খাগড়াছড়ি পৌরসভার নিকট হস্তান্তর করতে হবে। ৩) 'বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান পৌরসভা এবং লামা পৌরসভার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য মাস্টার ড্রেন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের ০৪ কিস্তির অর্থ এককালীন ছাড়করণের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরন করতে হবে। ৪) 'Climate Resilient Livelihoods Improvement and Watershed Management in the Chittagong Hill Tracts (CRLIWM-CHT)' শীর্ষক প্রকল্পের আঞ্চলিক পরিষদ-অংশের	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড/ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ/ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প/স্কিম পরিচালক

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
		সড়কসহ আর.সি.সি.গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের অবশিষ্ট ৩টি অংশের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান বলেন, 'বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান পৌরসভা এবং লামা পৌরসভার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য মাস্টার প্লেইন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২৪-এ সমাপ্ত হবে বিধায় প্রকল্পের ০৪ কিস্তির টাকা এককালীন ছাড় করা প্রয়োজন। "খাগড়াছড়ি জেলার বাজারসমূহ ও নিকটবর্তী এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জানান, এ প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের লক্ষ্যে গত ১৫/০৭/২০২৪ তারিখ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, পিইসি সভার কার্যবিবরণী পাপ্তির পর পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। CRLIWM-CHT' শীর্ষক প্রকল্পের এলজিইডি-অংশের প্রকল্প পরিচালক জানান যে, তাঁদের অংশের পিআইসি আয়োজন করা হয়েছে। অপরদিকে CRLIWM-CHT' শীর্ষক প্রকল্পের আঞ্চলিক পরিষদ-অংশের প্রকল্প পরিচালক জানান যে, আগস্ট মাসের শুরুতেই পিআইসি সভা আহ্বান করা হবে। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আলোচ্য প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের নিকট প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণের সর্বশেষ অবস্থা ও অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চান; এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকগণ জানান, জনবল সংকট ও এনজিও নির্ধারণ না করতে পারার কারণে জমি অধিগ্রহণ বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। সভাপতি জমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন নিয়ে জেলাপ্রশাসক বরাবর আবেদন করে বিধিমালা অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণ করতে নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও আগামী ২০/০৮/২০২৪ তারিখের মধ্যে CRLIWM-CHT প্রকল্পের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার লক্ষ্যে একটি সভা আয়োজনের বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় উক্ত প্রকল্পের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য উপাত্তসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভিডিওসহ পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা জানান, প্রকল্পের ৩টি সাইটের মধ্যে ২টি সাইটের কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ভালো; তবে ১টি সাইটে যেখানে আঞ্চলিক পরিষদের প্রধান কার্যালয় নির্মাণ করা হবে সেখানে অবৈধ দখলদারদের জন্য কোনো	পিআইসি সভা আগস্ট/২৪ মাসের ১ম সপ্তাহের মধ্যে আহবান করতে হবে এবং প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে দ্রুত মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন নিয়ে জেলাপ্রশাসক বরাবর আবেদন করতে হবে। ৫) আগামী ২০/০৮/২০২৪ তারিখের মধ্যে CRLIWM-CHT প্রকল্পের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার লক্ষ্যে একটি সভা আয়োজন করতে হবে। সভায় উক্ত প্রকল্পের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য উপাত্তসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভিডিওসহ পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করতে হবে। ৬) 'পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণসহ এবং অবৈধ দখল উচ্ছেদের বিষয়ে জেলাপ্রশাসকের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ৭) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক বড় প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে আমব্রেলা প্রকল্পের ধারণাপত্রসমূহ নিয়ে গত ২০ মার্চ, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি প্রণয়ন করতে হবে। ৮) তিন পার্বত্য জেলায় ৩য় পর্যায়ে নতুন করে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে যথাযথভাবে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি সম্পন্ন করে প্রকৃত চাহিদা নিরুপণপূর্বক আগামী ২০/০৮/২০২৪ তারিখের মধ্যে ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ৯) 'টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের পুণর্গঠিত ডিপিপি অনুমোদনের লক্ষ্যে আগামী ৩০ জুলাই, ২০২৪ তারিখের মধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।	

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
		কার্যক্রম শুরু করা যায়নি। প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব করে সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে এবং উক্ত প্রকল্পের পিইসি সভা আগামী আগস্ট ২০২৪ মাসে অনুষ্ঠিত হবে মর্মে তিনি জানান। উপসচিব (উন্নয়ন) বলেন, আমব্রেলা প্রকল্প গ্রহণ করার লক্ষ্যে গত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা থাকলেও এখন পর্যন্ত কোনো ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে সংস্থাসমূহ হতে জানানো হয় যে, আমব্রেলা প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং ডিপিপি প্রণীত হলে তা দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতীয় গ্রিডের বিদ্যুৎ পৌঁছানো সম্ভব নয় এমন এলাকায় সোলার প্যানেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর লক্ষ্যে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি খুবই কার্যকরী একটি প্রকল্প। তিনি দ্রুত সময়ের মধ্যে যথাযথভাবে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি সম্পন্ন করে প্রকৃত চাহিদা নিরূপণপূর্বক এই প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করতে পরামর্শ প্রদান করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান জানান, প্রকল্পটি ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে অননুমোদিত প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হয়; তবে পরিকল্পনা কমিশন থেকে সম্মতি পাওয়া যায়নি।		
২.	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ০৩টি উন্নয়ন সহায়তার আওতায় গৃহীত নতুন স্কিমসহ চলমান স্কিমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	উপসচিব (উন্নয়ন) বলেন, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ০৩টি উন্নয়ন সহায়তায় আওতায় বরাদ্দ ছিল ৪৯০.০০ কোটি টাকা এবং যার অগ্রগতি ছিল ৯৮.৩৫%। তিনি জানান, গত সভায় আগামী ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে গৃহিতব্য স্কিমসমূহের উন্নয়ন স্কিম প্রস্তাব (ডিএসপি)সহ তালিকা ০৭ জুলাই ২০২৪ মাসের মধ্যে এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহিত হলেও এ পর্যন্ত রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ হতে উন্নয়ন স্কিম প্রস্তাব (ডিএসপি) মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে, তাঁরা অদ্য ২৮-০৭-২০২৪ তারিখ স্কিমের ডিএসপিসহ তালিকা মন্ত্রণালয়ে দাখিল করেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রতিনিধি জানান যে, স্কিমের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী উন্নয়ন স্কিমের প্রস্তাব (ডিএসপি) দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	১) এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত পরিদর্শন টিম দৈবচয়নের ভিত্তিতে জুলাই ২০২৪ মাসের মধ্যে স্কিমসমূহ অন্তত ০১ (এক) বার পরিদর্শন এবং যাঁরা পরিদর্শন করেছেন সচিব বরাবর পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করবেন। ২) উন্নয়ন বোর্ড ও জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তাগণ দৈবচয়নের ভিত্তিতে স্কিমসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করবেন এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনের অনুলিপি মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের দপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন। ৩) প্রতিটি সংস্থা কর্তৃক প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট তারিখ (সংস্থাওয়ারি তারিখ ভিন্ন ভিন্ন হবে) স্কিম পর্যালোচনা সভা আয়োজন ও স্কিম পর্যালোচনা সভায় এ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন অনুবিভাগের একজন কর্মকর্তার	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড/ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
			সশরীরে/অনলাইনে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। ৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গৃহিতব্য উন্নয়ন স্কিম প্রস্তাব (ডিএসপি) তালিকা আগামী ০৭/০৮/২০২৪ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	

আলোচ্যসূচি-০৪: বিবিধ

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
১.	সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর দাখিল সংক্রান্ত	উপসচিব (উন্নয়ন) জানান, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সমাপ্ত ৪টি প্রকল্পের মধ্যে ২টি প্রকল্পের পিসিআর ইতোমধ্যে আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ২টি প্রকল্পের (পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ ড্রেইন নির্মাণ; বান্দরবান জেলার সাংগু নদীর উপর ২টি এবং সোনাখালী খালের উপর ১টি ব্রিজ নির্মাণ) পিসিআর শিঘ্রই প্রেরণ করা হবে মর্মে সংস্থা হতে জানানো হয়েছে। সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের পিসিআর নির্ধারিত সময়ের (প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাস) পূর্বে মধ্যে আইএমইডি-তে প্রেরণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	জুন ২০২৪-এ সমাপ্তকৃত ২টি প্রকল্পের (পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ ড্রেইন নির্মাণ; বান্দরবান জেলার সাংগু নদীর উপর ২টি এবং সোনাখালী খালের উপর ১টি ব্রিজ নির্মাণ) পিসিআর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাস) আইএমইডি-তে প্রেরণ করতে হবে।	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড/ প্রকল্প পরিচালক/ উপসচিব (পরিকল্পনা-২)
২.	মিডওয়াইফ নার্সিং কোর্সে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত	সভাপতি আগামী ২০২৪-২০২৫ অর্থবছর হতে শুধু সরকারি ইনস্টিটিউট-এ মিডওয়াইফ নার্সিং কোর্স-এ অধ্যয়নরত পার্বত্য এলাকার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ১৫ জন (প্রতি জেলা হতে ০৫ জন করে) নারী শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।	২০২৪-২০২৫ অর্থবছর হতে মিডওয়াইফ নার্সিং কোর্সে অধ্যয়নরত (সরকারি ইনস্টিটিউট-এ অধ্যয়নরত) পার্বত্য এলাকার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মোট ১৫ জন (প্রতি জেলা হতে ০৫ জন করে) নারী শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বান্দরবান/ রাঙ্গামাটি/ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ
৩.	২০২৩-২৪ অর্থবছরে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্প সংক্রান্ত	২০২৩-২৪ অর্থবছরের আরএডিপিতে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্পের অগ্রগতির বিষয়ে উপসচিব (উন্নয়ন) জানান, চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে আরএডিপি বইয়ে সবুজ পাতায় ৮টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তন্মধ্যে যাচাই-বাছাই কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে ০৫টি প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে; অবশিষ্ট ০৩টি প্রকল্পের যাচাই-বাছাই কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে পুণর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে পাওয়া যায়নি।	অননুমোদিত প্রকল্পসমূহ অনুমোদনের লক্ষ্যে ডিপিপি আগামী ২০/০৮/২০২৪ তারিখের মধ্যে মন্ত্রনালয়ে প্রেরন করতে হবে।	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড/পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
৪.	পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্সে লাইব্রেরি ও মিউজিয়ামের কার্যক্রম চালুকরন এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন সংক্রান্ত	উপসচিব (উন্নয়ন) জানান, পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স-এ অবস্থিত মিউজিয়াম ও লাইব্রেরি চালুর লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে এবং ০৩ (তিন) জন কর্মকর্তাকে তিন পার্বত্য জেলার সমন্বয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। সভাপতি মিউজিয়ামটি আগামী ১৪/০৮/২০২৪ তারিখের মধ্যে পার্বত্য এলাকার ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন সামগ্রী দ্বারা সমৃদ্ধ করে চালু করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্সের লাইব্রেরিটি পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় লেখকদের বিভিন্ন ভাষায় (তাঁদের মাতৃভাষায়) লিখিত বই, পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে লিখিত বিভিন্ন বই, গবেষণা পত্র সহ অন্যান্য বই দ্বারা সমৃদ্ধ করতেও নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি বলেন, মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তার সার্বিক সহযোগিতা ও পরামর্শে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স-এ আয়োজিত পাহাড়ি ফল মেলা-২০২৪ অত্যন্ত সাফল্যমন্ডিত হয়েছে এবং মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। তিনি সার্বিক সহযোগিতা ও পরামর্শের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল সংস্থার কর্মকর্তাগণকে ধন্যবাদ জানান। সভাপতি পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স-এ নিয়মিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশনা প্রদান করেন।	১) পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐতিহ্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে মিউজিয়ামটি আগামী আগস্ট/২০২৪ মাসের মধ্যে চালু করতে হবে। ২) কমপ্লেক্সের লাইব্রেরিটি পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় লেখকদের বিভিন্ন ভাষায় (মাতৃভাষায়) লিখিত বই, পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে লিখিত বিভিন্ন বই, গবেষণা পত্র সহ অন্যান্য বই দ্বারা সমৃদ্ধ করতে হবে। ৩) পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্সে নিয়মিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যবস্থা গহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ যুগ্মসচিব (প্রশাসন), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ পার্বত্য চট্টগ্রাম ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র/পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও রাঙ্গামাটি/ বান্দরবান/ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ
৫.	জার্মপ্লাজম সেন্টার স্থাপন	সভাপতি বলেন, পূর্ণাঙ্গ জার্মপ্লাজম সেন্টার স্থাপন একটি দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম সে লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে ছোট আকারে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিটি হতে ১টি করে মোট ৩টি জার্মপ্লাজম সেন্টার তৈরির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। এই জার্মপ্লাজম সেন্টারকে কেন্দ্র করে পর্যটন কেন্দ্র তৈরি করা হলে উহা এই এলাকার পর্যটন শিল্পের প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।	তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিটি হতে ছোট আকারের ১টি করে জার্মপ্লাজম সেন্টার তৈরির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জার্মপ্লাজম সেন্টার এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে করে পর্যটকদের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি থাকে।	রাঙ্গামাটি/ বান্দরবান/ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ
৬.	ফলজ বৃক্ষরোপন সংক্রান্ত	সভাপতি ২০২৪-২০২৫ অর্থবছর হতে ফলজ বৃক্ষরোপনের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এবং ৩টি পার্বত্য জেলা পরিষদ হতে স্কিম গ্রহণ করতে নির্দেশনা প্রদান করেন। এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের চেয়ারম্যানবৃন্দ রাস্তার ধারে ফলজ বৃক্ষরোপন স্কিম সফলভাবে বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ সচেষ্ট থাকবেন মর্মে সভাকে জানান।	ফলের গাছ রোপনের ক্ষেত্রে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে উন্নয়ন স্কিম গ্রহণের সময় নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে: ক) বাগান সৃজনের ক্ষেত্রে আম, লিচু, তেঁতুল, জলপাই, কাজুবাদাম, কাঠবাদাম ইত্যাদি জাতের ফলের গাছ বিবেচনা করা যাতে উক্ত গাছ হতে ফল ও কাঠ উভয়ই পাওয়া যায়; খ) যে কোনো একটি জাতের গাছ কমপক্ষে ১কি.মি. রাস্তা জুড়ে দু'ধারে রোপনের	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড/ রাঙ্গামাটি/ বান্দরবান/ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
			ব্যবস্থা গ্রহণ; গ) বৃক্ষরোপনের ক্ষেত্রে প্রধান সড়ককে অগ্রাধিকার প্রদান; ঘ) রোপনকৃত গাছের সুফলভোগী হিসেবে এলাকার হতদরিদ্রদের নিয়ে সমিতি গঠন; ঙ) পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৩ বছর সমিতির সদস্যদের পারিশ্রমিক প্রদান; চ) সমিতির সদস্যগণের মধ্যে এ বাগানে উৎপাদিত ফল ও কাঠ চুক্তি অনুসারে বন্টন; ছ) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ৬০,০০০টি; পার্বত্য জেলা পরিষদ খাগড়াছড়ি, কর্তৃক ১,০০,০০০টি; পার্বত্য জেলা পরিষদ, বান্দরবান কর্তৃক ২০,০০০টি; এবং পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটি কর্তৃক ২০,০০০টি গাছের চারা রোপনের ব্যবস্থা গ্রহণ।	
৭.	গর্ভবতী/প্রসূতি মহিলা ও নবজাতক শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত	সভায় সভাপতি পার্বত্য এলাকার গর্ভবতী/প্রসূতি মহিলা ও নবজাতক শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত কোনো কার্যক্রম পার্বত্য জেলা পরিষদ হতে গ্রহণ করা হয় কিনা জানতে চান। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানগণ জানান, জেলা পরিষদ নিজস্ব অর্থায়নের বিভিন্ন সময়ে গর্ভবতী/প্রসূতি মহিলা ও নবজাতক শিশুদের সুরক্ষায় আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। সভাপতি বলেন, গর্ভবতী/প্রসূতি মহিলা ও নবজাতক শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় একটি স্কিম গ্রহণ করা যেতে পারে এবং এ কার্যক্রমে স্থানীয় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং সরকারি হাসপাতালের সাথে সমন্বয় করা যেতে পারে। তিনি আরও বলেন, সরকারি হাসপাতালে জন্ম নেওয়া নবজাতকের জন্য জরুরী প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সম্বলিত একটি গিফট বক্স দেওয়া যেতে পারে। সভায় আলোচনা হয় যে, এটি একটি ভালো উদ্যোগ; এর ফলে গর্ভবতী/প্রসূতি মহিলা ও নবজাতক শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সভাপতি ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে এ সংক্রান্ত একটি স্কিম গ্রহণ করতে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে পরামর্শ প্রদান করেন।	প্রত্যেক জেলা পরিষদকে পার্বত্য এলাকার গর্ভবতী/প্রসূতি মহিলা ও নবজাতক শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে একটি করে স্কিম গ্রহণ করতে হবে।	রাঙ্গামাটি/ বান্দরবান/ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

০৫) সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
১৫/০৮/২০২৪
(এ কে এম শামিমুল হক ছিদ্দিকী)
সচিব

নম্বর- ২৯.০০.০০০০.২২৫.০৬.০০৭.২৩- ৮৭

তারিখ: ০৩ ভাদ্র ১৪৩১ / ১৮ আগস্ট, ২০২৪

সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাঙ্গামাটি
২. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
৩. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ:আ: উপসচিব, বাজেট-১৮)
৪. সচিব , অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
৫. সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
৬. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
৭. সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
৮. সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
৯. সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
১০. সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
১১. চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি
১২. অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১৩. অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও জাতীয় প্রকল্প পরিচালক "এসআইডি-সিএইচটি" শীর্ষক প্রকল্প
১৪. প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা (দৃ.আ. তত্ত্বাবধায়ক স্থপতি, সার্কেল-০৩)
১৫. প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৬. প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৭. যুগ্মসচিব, প্রশাসন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৮. যুগ্মসচিব,উন্নয়ন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৯. চেয়ারম্যান, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ, বান্দরবান
২০. চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটি
২১. চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি
২২ ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা
২৩ মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাঙ্গামাটি
২৪. উপসচিব (পরিকল্পনা-২), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৫ উপসচিব (প্রশাসন-২/বাজেট), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২৬ পরিচালক, পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স, বেইলী রোড, ঢাকা
২৭. মাননীয় উপদেষ্টা একান্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৮ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৯. উপসচিব (পরিকল্পনা-১), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ও প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ (বিশেষ সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প
৩০ চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, হিসাব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
৩১. মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ
৩২ মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ
৩৩ মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ
৩৪ প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কফি ও কাজুবাদাম চাষের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ' শীর্ষক প্রকল্প ও সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি
৩৫ প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলা চাষ বৃদ্ধি ও কৃষকদের দারিদ্র বিমোচন' শীর্ষক প্রকল্প ও সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি
৩৬ নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাঙ্গামাটি
৩৭ প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদার করণ' শীর্ষক প্রকল্প ও সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি
৩৮ প্রকল্প পরিচালক, 'খাগড়াছড়ি জেলার বাজারসমূহ ও নিকটবর্তী এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাকরণ' শীর্ষক প্রকল্প ও মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি
৩৯ প্রকল্প পরিচালক, 'সৌরশক্তি চালিত নলকূল স্থাপনের মাধ্যমে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় বিদ্যুৎবিহীন এলাকায় নিরাপদ পানি

সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প ও মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি

৪০. নির্বাহী প্রকৌশলী, রাংগামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

৪১. নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, বান্দরবান/রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি ইউনিট

৪২. প্রকল্প পরিচালক "পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ ড্রেইন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প ও নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, খাগড়াছড়ি

৪৩. প্রকল্প পরিচালক, 'বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলার সদর হতে রুমা উপজেলা পর্যন্ত পল্লী সড়ক নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প ও নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, বান্দরবান

৪৪. প্রকল্প পরিচালক, 'বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বোর্ড কর্তৃক নির্মিত পল্লী সড়ক উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প ও নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, বান্দরবান

৪৫. প্রকল্প পরিচালক, "বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সাংগু নদীর উপর ২টি এবং সোনাখালী খালের উপর ১টি ব্রিজ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প ও নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, বান্দরবান

৪৬. প্রকল্প পরিচালক, "বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান পৌরসভা ও লামা পৌরসভার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য মাষ্টার ড্রেইন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প ও নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, বান্দরবান

৪৭. প্রকল্প পরিচালক, 'রাংগামাটি পার্বত্য জেলায় কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে সেচ অবকাঠামো নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প ও নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি

৪৮. প্রকল্প পরিচালক, 'রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রত্যন্ত সংযোগ সড়কসহ আরসিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প ও নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি

৪৯. নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাংগামাটি পার্বত্য জেলা

৫০. নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বান্দরবান পার্বত্য জেলা

৫১. নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

৫২. নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রাঙ্গামাটি

৫৩ প্রকল্প পরিচালক, 'Climate Resilient Livelihoods Improvement and Watershed Management in the Chittagong Hill Tracts (CRLIWM-CHT)' শীর্ষক প্রকল্প (আঞ্চলিক পরিষদ অংশ), পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাঙ্গামাটি

৫৪. প্রকল্প পরিচালক, 'Climate Resilient Livelihoods Improvement and Watershed Management in the Chittagong Hill Tracts (CRLIWM-CHT)' শীর্ষক প্রকল্প (এলজিইডি অংশ) আগারগাও, ঢাকা

৫৫. প্রকল্প ব্যবস্থাপক, "টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্প", পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি

৫৬ সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (তাঁকে সভার কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)

(আবু রাফা মোহাম্মদ আরিফ)
উপসচিব
ফোনঃ ০২৫৫১০০১৩৫
E-mail : dsdev@mochta.gov.bd